সংবাদ

তারিখ 15 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

আ'লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের উল্টো গতিতে চলছে কারিগরি শিক্ষা

রাকিব উদ্দিন

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বৈজ্ঞানিক-ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-তেও এই শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহাজোট সরকারের প্রায় সাড়ে চার বছরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকাশ ও সংস্কারের কোন কাজই হয়নি। এই শিক্ষার উন্নয়নে কোন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়নি। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনবল না থাকায় উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ এগোচ্ছে না।

এই শিক্ষাকে চরমভাবে অবহেলিত রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। ফলে অবকাঠামো সংকট, শিক্ষক-কর্মচারী স্বল্পতা, পরিকল্পনার অভাব ও শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এই সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। এই শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের কারিগরি অনুবিভাগ থাকলেও এগুলোর দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে

নির্বাচনী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

নির্বাচনী : ইশতেহার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করছেন। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই সরকারের আমলে সাধারণ, মাদ্রাসা ও আইসিটি শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ও সংস্কার হলেও কারিগরি শিক্ষা চলছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ও জাতীয় শিক্ষানীতির উল্টো গতিতে। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী দেশে মোট কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। এরমধ্যে ৩০২টি সরকারি এবং বাকিগুলো বেসরকারি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শ্যামলী আইডিয়াল টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এমএ সাত্তার সংবাদকে বলেন, 'যথাযথ পরিকল্পনার অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করুণ অবস্থা চলছে।'

দেশে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষার রূপকার এই শিক্ষক নেতা আরও বলেন, 'দেশের কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও জাতিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে এ শিক্ষার যুগোপযোগীকরণ, আধুনিকায়ন ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়ও এ শিক্ষার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা এই সরকারের প্রথম থেকেই বলে আসছেন দেশের প্রত্যেক উপজেলা বা থানায় একটি করে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশের কোন উপজেলা বা থানায় একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয়নি। উল্টো শিক্ষক-কর্মচারী স্বল্পতায় সরকারি ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর, পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সারাদেশের কিছু বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালোভাবে শিক্ষা কার্যক্রম প্রদানে সক্ষম হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই চলছে নামকাওয়াস্তে। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেন, 'দক্ষ জনবল না থাকায় এ শিক্ষায় প্রত্যাশিত সংস্কার ও উন্নয়ন করতে পারিনি। তবে তেজগাঁও টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এতে এখন ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ পাচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষ জনবল তৈরি হবে' মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

কারিগরি শিক্ষার বেহাল অবস্থা অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানা সঙ্কটে বিপর্যস্ত দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। চলমান সঙ্কটের মধ্যেই এসব প্রতিষ্ঠানে ডাবল শিফট চালু, নিয়মিত বেতন না পাওয়া, ক্লাস না হওয়া, শিক্ষক ছাড়া বিভাগ খুলে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ অব্যবস্থাপনায় ডুবছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পদেও প্রায় দেড় বছর ধরে নেই স্থায়ী কর্মকর্তা। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নামকাওয়াস্তে চালাচ্ছেন অধিদফতর। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীরা যথাযথ সেবা পাচ্ছে না। এই বেহাল অবস্থার মধ্যেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং (অনুবিভাগ) এ সমস্যা নিরসনে উদাসীনতা দেখাচ্ছে।

জানা গেছে, রাজস্বভুক্ত (পুরাতন) ২০ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে ৬০ শতাংশ শিক্ষকের পদ। প্রকল্পভুক্ত ২৯টি প্রতিষ্ঠানে ৮০ শতাংশ পদে কোন শিক্ষকই নেই। তাদের পদোন্নতিও নেই। ৪৯টির প্রতিষ্ঠানের ৪৫টিতেই নেই উপাধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে ২৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এক বা দু'জন শিক্ষক নিয়ে চলছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানগুলোর অসংখ্য বিভাগ একেবারেই শিক্ষকশূন্য।

এছাড়া তিনটি সরকারি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট বা একটি বিভাগ নিয়ে চলা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও নানামুখী সঙ্কটে বিপর্যস্ত। প্রথম শিফটে ১২ হাজার ও বিকেলের দ্বিতীয় শিফটে ১২ হাজারসহ প্রতি বছর প্রায় ২৪ হাজার নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এসব প্রতিষ্ঠানে।

এ বিষয়ে পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইদরীস আলী সংবাদকে বলেন, 'রাজনীতিবিদ, সচিব ও সরকারের বড় কর্তারা কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে প্রায়ই বাগাড়ম্বর বক্তব্য-বিবৃতি দেন। কিন্তু কোন কিছুই বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এমনকি এ শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলে বিদেশি দাতা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ এনে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় করা হচ্ছে।'

তিনি জানান, 'আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল দেশের ২৩টি জেলায় একটি করে কারিগরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে একটি করে মহিলা কারিগরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে, কিন্তু নতুন কোন প্রতিষ্ঠানই হয়নি এই সরকারের আমলে।'

সংশ্লিষ্টরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে পদ সৃষ্টি হচ্ছে না, নেই পদোন্নতি, হয়নি চাকরি স্থায়ীকরণ। প্রকল্পের অধীনে নিয়োগ দেয়া শিক্ষকদের রাজস্বভুক্ত, ছাত্র বৃদ্ধি যুগোপযোগী, লাইব্রেরিগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নতুন যেসব কোর্স চালু করা হয়েছে, সেগুলো থেকে সনদ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পদও সৃষ্টি হয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঠিকমতো বেতনভাতা পাচ্ছেন না। মান্ধাতা আমলের সিলেবাস দিয়ে চলছে এসএসসি ভোকেশনাল ও এইচএসসি ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রীর একাডেমিক কার্যক্রম।

শিক্ষকরা জানায়, দেশের সবচেয়ে বৃহৎ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটেও আছে বহুমুখী সংকট। শিক্ষকদের কোন পদোন্নতি নেই। এই প্রতিষ্ঠানে এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি বিভাগ চালু হলেও এই কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে না। কারণ কোন শিক্ষক নেই। ৪০ বছরেও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কোন উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন হয়নি। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানে ৫টি হোস্টেল থাকলেও নামকাওয়াস্তে কার্যকর আছে একটিমাত্র মহিলা হোস্টেল। বাকি ৪টি হোস্টেল ব্যবহার অনুপযোগী। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি শিফটে ৭০ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও নেই ৫০ জনও।